লজ্জা

চরিত্রগুণের মুকুট

লজ্জা

চরিত্রগুণের মুকুট

রচনা
ফাতহি আবদুস সাত্তার

অনুবাদ
সদরুল আমীন সাকিব

হসন্ত

অনুবাদকের কথা

মহান আল্লাহর দরবারে অনেক অনেক প্রশংসা ও শুকরিয়া যে, তিনি লজ্জার মতো মহামূল্যবান চরিত্রগুণ নিয়ে আমাকে কাজ করার তওফিক দিয়েছেন। রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবি, লজ্জাগুণের দীক্ষাদানকারী হজরত মুহাম্মাদের প্রতি, এবং তার সকল অনুসারীর প্রতি।

পরসমাচার,

লজ্জাগুণের গভীরতা অনুধাবন করলে বর্তমান পৃথিবীর স্খলন ও মুসলিমজাতির পতনের রহস্য বোঝা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। মানুষকে নৈতিক ও সংযত রাখতে এর মতো গুণ আর দ্বিতীয়টি হয় না। এর সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় হাদিসের ভাষ্যে যে, তোমার যখন লজ্জা না থাকে, তখন তুমি যা খুশি করতে থাকো! বস্তুত তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, নেমে যায় পশুর স্তরে, যার কোনো বিচারের ভয় নেই, নৈতিকতার বাধা নেই।

সত্য বলতে, আমাদের প্রকৃত মৃত্যু যুদ্ধের ময়দানে হয়নি, হয়েছে নফস ও লোভের রণক্ষেত্রে চারিত্রিক গুণাবলির বিসর্জনে। আর এজন্য প্রথমে আমাদের গলা টিপে হত্যা করতে হয়েছে লজ্জাকে। কারণ, বুঝতে শেখার পরেই আল্লাহ যে গুণে আমাদের ভূষিত করেছিলেন, তার সামনে মন্দত্বের চর্চা তো সম্ভব ছিল না। তাই আমাদের আবারও চরিত্রের পাওয়ার হাউজটি চালু করতে হবে, তাহলেই অন্যান্য চরিত্রগুণের সুমিষ্টতার স্বাদ নেওয়া আর তার অবিচলতা ধরে রাখা সহজ হবে।

শ্রদ্ধেয় সংকলক এ পুস্তিকায় অল্প আলোচনায় চমৎকারভাবে লজ্জাগুণের সামগ্রিক একটি চিত্র তুলে ধরেছেন, এর বিভিন্ন প্রায়োগিক দিক দেখিয়েও পাঠক-পাঠিকার জন্য বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি যথাসম্ভব সংকলকের মূলভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি, প্রয়োজনীয় সম্পাদনা ও

ভূমিকা

সকল প্রশংসা তার জন্য, যিনি আমাদের ইসলামের মতো মহা নেয়ামতে ধন্য করেছেন; বস্তুত এ নেয়ামতের পরে আর কোন নেয়ামতের অভাব থাকল আমাদের?! আর আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদের ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর অগণিত রহমত ও শান্তির ধারা।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাসনাযোগ্য সত্তা নেই, তিনি লা শরিক, একক সত্তা। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমাদের দলপতি হজরত মুহাম্মাদ মহান আল্লাহর একান্ত দাস ও প্রেরিত রাসুল।

পরসমাচার,

লজ্জা ইসলামের নিকট সমুন্নত এক চরিত্রগুণের মর্যাদা লাভ করেছে, মুসলিম নরনারীর যাবতীয় গুণের মাঝে মহোত্তম ও শীর্ষস্থানীয় গুণের আসন দখল করেছে। এমনকি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষ্যে একে একজন মুসলিম সদস্যের সাথে অন্যের পরিচয়ের পার্থক্য বলেও উল্লেখ করা হয়েছে! যেমন তিনি বলেন,

إِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ.

> প্রতিটি ধর্মের একটি (বিশেষ) বৈশিষ্ট্য থাকে, আর ইসলামের সেই বৈশিষ্ট্যের নাম হলো লজ্জা।[১]

তাই বলা যায়, লজ্জা হলো সকল উত্তম চরিত্রগুণের ছিপিস্বরূপ, এবং শ্রেষ্ঠত্বের

---

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, (৪১৮১)।

—অর্থাৎ, অন্যান্য ধর্মের মধ্যে কোনো না কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের রং প্রগাঢ় ছিল, যার চর্চায় তারা উৎসাহিত ছিল, আর ইসলামের বিধানে লজ্জার বৈশিষ্ট্যটি প্রগাঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য, মিরকাতুল মাফাতিহ, ৮/৩১৮২ (৫০৯০)। (অনুবাদক)

সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে থাকতে ও মহোত্তম কার্যাবলি সম্পাদনের প্রেরণার পেছনেও এই লজ্জারই শক্তিশালী ভূমিকা বিরাজ করে। তাই কারও থেকে লজ্জা হারিয়ে গেলে সে নিজের দ্বীন থেকেও খসে পড়তে শুরু করে। তাহলে এই চরিত্রগুণ ছাড়া কীভাবে দ্বীনের কথা কল্পনা করা যায় বলুন?!

অতএব, মানবমনে লজ্জাগুণের ভিত শক্তিশালী করতে এবং আমাদের সন্তানসন্ততির হৃদয়ে একে জীবন্ত করতে কিছু উদ্যোগী প্রচেষ্টা চালানো আমাদের কর্তব্য, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে দায়বোধ থেকেই আমি এ রচনা সম্পন্ন করেছি। চেষ্টা করেছি, পর্যায়ক্রমে এখানে লজ্জার পরিচয়-প্রকৃতি, গুরুত্ব, প্রকারভেদ, প্রয়োগক্ষেত্র ও প্রকাশপদ্ধতি, ব্যবহারের প্রভাব ও অব্যবহারের কুপ্রভাব, গুণটি অর্জনের উপায় ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে গোছানো আলোচনা করার। সে ক্ষেত্রে আমার আলোচনার অবয়ব গড়েছি কুরআনের বাণী, হাদিসের উক্তি ও সালাফে সালেহিনের মূল্যবান কথাসহ এ গুণ চর্চার বাস্তব উদাহরণ, তা অর্জনের আদর্শ পদ্ধতি, এবং কবিসাহিত্যিক ও বিজ্ঞবৃন্দের মোতিতুল্য উক্তিমালার উপাদানে। পাশাপাশি কিছু স্থানে মনোযোগ আকর্ষক কিছু বিষয় ও পরীক্ষাধর্মী আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত করেছি, যার মাধ্যমে আপনি আলোচনার হৃদয়ঙ্গমতা ও সৃষ্ট প্রভাবের বিষয়টিও তুলনা করে দেখতে পারবেন।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন একে একান্ত তারই উদ্দেশে অর্পিত একনিষ্ঠ কর্মের সারিতে স্থান দেন এবং এর মাধ্যমে মানবসমাজে উপকারিতার ধারা চালু করেন; নিশ্চয় তিনি নিজের প্রতিটি ইচ্ছা বাস্তবায়নে পূর্ণ সক্ষম।

ফাতহি আবদুস সাত্তার

***

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

লজ্জার পরিচয় ও নিগূঢ় তত্ত্ব

শাব্দিক পরিচয়	১৫
শরিয়তের পারিভাষিক পরিচয়	১৫
অন্যান্য মানবচরিত্রের মাঝে লজ্জার অবস্থান	১৭
লজ্জার প্রকৃতি	১৭
মানবপ্রকৃতি	১৮
লজ্জার প্রয়োজনীয়তা	২০
লজ্জা হারানোর পরিণতি	২১
অনুশীলনী	২৩
লজ্জাপ্রশস্তি	২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

যথাযথ লজ্জার বিবরণ

চার বাক্যে লজ্জার বিবরণ	২৬
১. মাথা ও তার মধ্যকার বস্তু হেফাজত করা	২৭
যেভাবে মাথা ও তার মধ্যকার বস্তু হেফাজত করব	২৭

চতুর্থ অধ্যায়

লজ্জাশীলতার কুড়ানো মানিক

লজ্জা আমার সদাসঙ্গী	৫৪
মাদয়ানের দুই মেয়ে	৫৪
মাদয়ানের মেয়েদের ঘটনা থেকে শিক্ষা	৫৯
বিপদের মাঝেও লজ্জাশীলতা আঁকড়ে থাকা	৫৯
আনন্দের মুহূর্তেও লজ্জাহারা নয়	৬০
সংকটের মুহূর্তেও লজ্জা দূরীভূত হয়নি	৬১
মৃতের প্রতিও লজ্জাশীল আচরণ	৬২
মৃত্যুর পরেও লজ্জার প্রতি যত্নশীলতা	৬৩
লজ্জাপ্রশস্তি	৬৫

পঞ্চম অধ্যায়

লজ্জাগুণ অর্জনে পদক্ষেপ

পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী সফল	৬৬
যেভাবে লজ্জাগুণ অর্জন করব	৬৭
লজ্জাশীলতা অর্জনের কার্যপ্রণালি	৭০
কার্যপ্রণালি সপ্তাহ-১	৭১
কার্যপ্রণালি সপ্তাহ-২	৭১
কার্যপ্রণালি সপ্তাহ-৩	৭২
কার্যপ্রণালি সপ্তাহ-৪	৭২
কার্যপ্রণালি সপ্তাহ-৫	৭৩
কার্যপ্রণালি সপ্তাহ-৬	৭৩
কার্যপ্রণালি সপ্তাহ-৭	৭৪
কার্যপ্রণালি সপ্তাহ-৮	৭৪
ইতিকথা	৭৫

লজ্জা বিষয়টি কেবল শরিয়তের সীমাভুক্ত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে।[৭]

মানবপ্রকৃতি

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে যত কাফের-মুসলমান, প্রাচীন-আধুনিক মানবগোষ্ঠী আগমন করেছে এবং তারা সকলে একযোগে লজ্জাকে যতটা নিজের করে নিতে পেরেছে, মনে হয় না স্বভাবজাত নির্মল গুণাবলির মাঝে অন্য কোনো গুণের ব্যাপারে তারা এতটা ঐক্যবদ্ধ চর্চায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুত লজ্জা হলো মানবপ্রকৃতির উৎসমূলে প্রোথিত এক গুণ, প্রথম মানব-মানবী হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম থেকেই যার চর্চা শুরু। যেমন, আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

﴿فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتۡ لَهُمَا سَوۡءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخۡصِفَانِ عَلَيۡهِمَا مِن وَرَقِ ٱلۡجَنَّةِۚ﴾

> অতঃপর, তারা দুজন যখন গাছের (ফল) আস্বাদন করল, তখন পরস্পরের সামনে তাদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে পড়ল।[৮] তখন তারা নিজেদের ওপর জান্নাতের পাতা জড়াতে লাগল (লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য)। (সুরা আরাফ : ২২)

অর্থাৎ, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার পরে যখন তাদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে গেল, তখন উভয়েই একে অপরের থেকে এবং ফেরেশতা ও মহান আল্লাহর কথা খেয়াল করে লজ্জিত হয়ে পড়েন, আর দ্রুত নিজেদেরকে জান্নাতের পাতা-লতা দিয়ে ঢাকতে শুরু করেন। বর্ণিত আছে, এ সময় হজরত আদম আলাইহিস সালাম জান্নাতের মধ্যেই পালাতে থাকেন, তখন তার প্রতিপালক তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার আদম, তুমি বুঝি আমার থেকে পালিয়ে যাচ্ছ?! উত্তরে আদম বলেন, জি না হে আমার রব, বরং আপনার থেকে লজ্জা পেয়ে আমি এমন করছি।[৯]

অতএব, মানবের স্বভাবজাত গুণ লজ্জা তাদের উভয় প্রজাতিকে ডেকে বলে, তোমরা নিজেদের লজ্জাস্থান আড়ালে রাখো। মূলত মানবপ্রকৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হওয়ার কারণেই মহান আল্লাহ আমাদের পোশাক নামক বিশেষ নেয়ামতে ধন্য করেছেন। যেমন, কুরআনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

---

৭. খুলুকুল মুসলিম লি-মুহাম্মাদ গাজালি।

৮. লক্ষণীয় বিষয় যে, আল্লাহর হুকুম অমান্য করায় তাদের শরীর থেকে বেহেশতি পোশাক খসে পড়ল। কেননা, বেহেশতি পোশাক মূলত তাকওয়ারই একটি মূর্তরূপ। তাই কোনো নিষিদ্ধ কাজ করার ফলে তান কওয়ার পোশাকের যে পরিমাণ ক্ষতি হবে, বেহেশতি পোশাক থেকে সে পরিমাণই বঞ্চিত হতে হবে। দ্রষ্টব্য, তাফসীরে উসমানী, আয়াতসংশ্লিষ্ট টীকা। (অনুবাদক)

৯. দ্রষ্টব্য, তাফসিরে ইবনে কাসির, ৩/৩৯৮।

ইতিকথা

এই নাতিদীর্ঘ আলোচনার পরে আমি পাঠক-পাঠিকার উদ্দেশে যে কথাটি বলতে চাই, তা হলো, শুধু ছাড়া-ছাড়া শিক্ষা কিংবা নিছক আদেশ-নিষেধের শক্তিতেই মানবমনে লজ্জাগুণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে না; বরং এজন্য সঠিক ধারায় দীর্ঘ সময় যাবৎ দীক্ষার প্রয়োজন, নিয়মিত চর্চার প্রতি নজর রাখতে হবে, আরও লাগবে সংকল্পে-পদক্ষেপে দৃঢ় মনোভাবের পরিচয়—শুধু কামনা ও দাবি করলেই তা এমনি এমনি অন্তরে এসে বসে যাবে না। আল্লাহ তাআলার এ বাণীর কথা আমাদের ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ﴾

> নিশ্চয় আল্লাহ সে পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা পরিবর্তিত হয়। (সুরা রাদ : ১১)

স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, কোনো চরিত্রগুণ মানবভ্যন্তরে মুহূর্তের মাঝে অঙ্কিত হয়ে যায় না এবং তা সুঠাম, সবল দেহ নিয়েও কখনো জন্মায় না; বরং তা তৈরিও হয় ধীরে ধীরে, আবার শক্তি-সক্ষমতা লাভের জন্যও তার সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন স্তর পার করতে হয়। অন্যদিকে মন্দ গুণসমূহও যেহেতু মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করতে প্রতিনিয়ত জোরজার চেষ্টা চালিয়ে যায়, তাই স্বভাবতই কোনো সাময়িক চিকিৎসা এই নিরন্তর রোগের কার্যকর নিরাময়ে সফল হবে না; বরং রোগের ন্যায় ওষুধটিরও এখানে সম-উদ্যমে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, আর তাহলেই মনের মাঝে ওষুধের কোনো ফল দৃশ্যমান হতে পারে।

আর লজ্জা যেহেতু চরিত্রগুণের মস্তকসদৃশ ও খুঁটিস্বরূপ, তাই এ মহান গুণার্জনের জন্য নিশ্চয় অনেক বড় প্রচেষ্টা ও খুব বেশি নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন, যা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। বস্তুত কোনো ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির জন্য, হৃদয়কে নির্মলতার ওপর প্রতিষ্ঠার জন্য, এবং রব-তুষ্টিকর অন্তরের সদগুণ ও প্রশংসনীয় চরিত্র অর্জনের পেছনে যে চেষ্টাশ্রম ব্যয় করে, সে আল্লাহর দৃষ্টিতে এর চেয়ে উত্তম, উন্নত, সুন্দর, সুষমামণ্ডিত, সেরা, শ্রেষ্ঠ, প্রশংসিত কোনো প্রচেষ্টা চালাতে পারে না।

পরিশেষে, আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি, এবং কামনা করছি, তিনি যেন আমাদের সৎ আমলের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রকৃত আমলকারীদের দলভুক্ত করেন, সেসব আমলকে তারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলে কবুল করেন, এবং তা নেকির পাল্লায় স্থাপনের মাধ্যমে মহা দয়ার প্রকাশ ঘটান; নিশ্চয় তিনি বদান্য, উদার।

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

১	আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ	ড. তালাআত আফিফি
২	সিরাতু মোগলতাই	আলাউদ্দিন মোগলতাই রাহ.
৩	ইকবাল : সত্যসন্ধানের কবি	মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
৪	লোকটি ছিল মিথ্যুক	ইশতিয়াক আহমেদ
৫	২৪ ঘণ্টার আমল	হাকিম মুহাম্মাদ আখতার রাহ.
৬	বিহাইন্ড অব সুইসাইড	আদিব সালেহ
৭	বেস্ট ফ্রেন্ড	মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম
৮	জীবনের ভাঁজে ভাঁজে	এনামুল হক ইবনে ইউসুফ
৯	জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ	মুফতি রফি উসমানি রাহ.
১০	নারীর জান্নাত জাহান্নাম	আব্দুর রহমান আল আনসারী
১১	সুন্দর সম্পর্ক	আমান বিন সাইফ
১২	রাগকে হজম করুন	ড. আবদুর রহমান আরেফি
১৩	গল্পটা যদি এমন হতো	মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম
১৪	ঈমানের আলো ও নিফাকের আঁধার	ড. সাইদ বিন আলি আল-কাহতানি
১৫	চিন্তার পরিবর্তন	মুস্তাফিজ ইবনে আনির
১৬	মুঠো মুঠো রোদ্দুর	এনামুল হক ইবনে ইউসুফ
১৭	ফিলিস্তিন সংকট	ড. ইসরার আহমদ রহ.
১৮	আপন আশ্রয়	আব্দুল্লাহ আল মামুন
১৯	লজ্জা : চরিত্রগুণের মুকুট	ফাতহি আবদুস সাত্তার